বন্দে মাতরম্।

কুমিল্লা অভয় আশ্রমের

দ্বিতীয় বার্ষিক কার্য্যবিবরণী

(১৩৩১ বাং সনের ২৪শে ফাল্গুন, রবিবার সাধারণ সভায় পঠিত।)

বন্দে মাতরম্।

কুমিল্লা অভয় আশ্রমের

দ্বিতীয় বার্ষিক কার্য্যবিবরণী

(১৩৩১ বাং সনের ২৪শে ফাল্গুন, রবিবার সাধারণ সভায় পঠিত।)

অভয় আশ্রম।

দ্বিতীয় বার্ষিক কার্য্যবিবরণী।

ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের অবগতির নিমিত্ত আমাদের আশ্রমের দ্বিতীয় বর্ষের কার্য্যবিবরণী নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইল।

আশ্রমের আদর্শ।

মাতৃভূমির সেবাদ্বারা ভগবানলাভই আমাদের আশ্রমের আদর্শ। ('মাতৃভূমির সেবার অর্থ সত্য এবং ভগবানের সেবা এবং অপর কোনও দেশের ক্ষতি না করা"—মহাত্মা গান্ধী)

আমাদের আশ্রমের প্রত্যেক সেবককে নিম্নলিখিত ৭টী প্রতিজ্ঞা পালনে যত্নবান হইতে হয়।

১। অভয় প্রতিজ্ঞা [Vow of fearlessness]—(ভগবান ব্যতীত অন্য কাহাকেও ভয় না করা। এই অভয় শব্দ হইতেই আশ্রমের নাম "অভয় আশ্রম")।

২। সত্য প্রতিজ্ঞা [Vow of truth]—(সত্যই ধর্ম্ম। সত্য স্থাপনের প্রাণপণ চেষ্টা ও অসত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা—ইহাই সত্যাগ্রহ)।

৩। অস্তেয় প্রতিজ্ঞা [Vow of non-stealing]—(অস্তেয় অর্থ নিজের প্রয়োজনাতিরিক্ত জিনিষ ব্যবহার না করা। গীতার অপরিগ্রহ শব্দের অর্থে এই শব্দ ব্যবহৃত)।

৪। সংশুদ্ধি প্রতিজ্ঞা [Vow of purity]—(নিজের মনকে রিপুনিচয়, কুসংস্কার ও অজ্ঞানতা হইতে মুক্ত করা)।

৫। বীর্য্য প্রতিজ্ঞা [Vow of activity]—(নিজের মুক্তি ও দেশের মঙ্গলের নিমিত্ত প্রাণপণ কার্য্য করা)।

৬। মৈত্রী প্রতিজ্ঞা [Vow of love]—(ভগবানই বিশ্বব্যাপী সকল মানবের একমাত্র সৃষ্টিকর্ত্তা, পিতা; এবং মানবমাত্রকেই ভগবানের সন্তানজ্ঞানে সমজ্ঞান করিয়া তাহাদিগকে প্রেমের সহিত সেবা করা)।

৭। স্বদেশী প্রতিজ্ঞা [Vow of swadeshi]—(দেশের সঙ্গে মনে প্রাণে এক হইয়া যাওয়াই দেশাত্মবোধ)।

আমরা চাই কি ?

১। আমরা চাই স্বরাজ। এই স্বরাজের জন্য হিন্দু মুসলমানের আন্তরিক প্রেম একান্ত আবশ্যক। সম্প্রদায়গত সঙ্কীর্ণতা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সার্ব্বজনীন উদারনীতি অবলম্বন না করিলে, এই দুই সম্প্রদায়ের মিলন অসম্ভব। যতদিন পর্য্যন্ত হিন্দু এবং মুসলমান প্রত্যেকেই মাতৃভূমির মহান্ মঙ্গলের চরণতলে আপনার ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িক স্বার্থ বলি দিতে না পারিবে, ততদিন পর্য্যন্ত এই দুই জাতির মিলন এবং ভারতের মুক্তি অসম্ভব।

২। আমরা চাই হিন্দু সমাজের কলঙ্ক—অস্পৃশ্যতা ও জন্মগত জাতিভেদ সম্পূর্ণরূপ দূর করিতে। আমরা বলি হিন্দুগণ যদি বাঁচিতে চাও তবে অবিলম্বে তোমাদের নিষ্পেষিত ও নির্ব্বীর্য্য ভাইদিগকে সাদরে অকুণ্ঠিতচিত্তে তাহাদের জাতিগত অধিকার সম্পূর্ণরূপে দাও।

৩। আমরা প্রত্যেককেই খদ্দর সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধির নিম্নলিখিত দুইটী বাণী স্মরণ করাইতে চাই। —খদ্দরই স্বরাজ সেবকের একমাত্র পোষাক এবং খদ্দরই ভারতের লক্ষ লক্ষ নিরন্ন বস্ত্রহীন নরনারীর অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিতে সমর্থ।

৪। আমরা দেশের নানাস্থানে জাতীয় শিক্ষার প্রচলনপূর্ব্বক দেশের বালকদিগকে মাতৃভূমির সেবকরূপে গঠন করিয়া তুলিতে চাই।

দ্বিতীয় বার্ষিক কার্য্যবিবরণী ।

আশ্রমের বর্ত্তমান অবস্থা ।

আশ্রমে এখন ২০ জন সেবক আছেন। তন্মধ্যে ৮ জন চিকিৎসা বিভাগে, ৯ জন খদ্দর বিভাগে এবং ৩ জন শিক্ষা ও কৃষি বিভাগে। অন্যান্য বিভাগের সেবকগণকেও শিক্ষাবিভাগে কিছু সময়ের জন্য কাজ করিতে হয়। কাজের পরিমাণানুযায়ী আশ্রমে সেবক সংখ্যার অভাব। সমস্ত বিভাগকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তুলিতে আরও অন্ততঃ ১০ জন সেবকের প্রয়োজন। বর্ত্তমানে প্রত্যেক সেবককে ১০।১১ ঘণ্টা করিয়া কাজ করিতে হয়। এই ভাবে বেশী দিন চলিবে না।

আশ্রমের দৈনন্দিন কার্য্য— প্রাতে ৫৷৷টা হইতে ৬৷৷টা প্রার্থনা ও সূতাকাটা, এই সূতাকাটা সেবকমাত্রেরই বাধ্যতামূলক। ৭টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট নিজ নিজ বিভাগীয় কার্য্য। ১২টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত অধ্যাপনার কার্য্য। ৫টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত খেলা সন্ধ্যায় ৭টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত প্রার্থনা, পাঠ ও আলোচনা। আহার সমাপনান্তে নিজ নিজ লেখা পড়া ইত্যাদি।

আশ্রমে কোন বিষয়েই জাতিভেদ মানা হয় না। ঠাকুর চাকর নাই। নিজেদের যাবতীয় কার্য্য নিজেদেরই করিতে হয়। সেবকদের মধ্যে ব্রাহ্মণ ৫ জন, কায়স্থ ১০ জন, তাঁতি ২ জন, তিলি ১ জন, সাহা ১ জন ও নমঃশূদ্র ১ জন। খদ্দর বিভাগের প্রত্যেক কর্ম্মীকেই তাঁত বোনা, রং করা এবং হিসাব রাখা সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানলাভ করিতে হয়।

আশ্রমে বর্ত্তমানে কার্য্যের সুবিধার জন্য ৫টী বিভাগ আছে। ১। চিকিৎসা বিভাগ। ২। চরকা ও খদ্দর বিভাগ। (৩) শিক্ষা বিভাগ। (৪) গ্রন্থাগার ও পাঠ ভবন। ৫। কৃষি, গোপালন ইত্যাদি।

চিকিৎসা বিভাগ।

চিকিৎসা বিভাগে বর্ত্তমানে একটী out-door dispensary এবং একটী Clinical Laboratory আছে ও ২০ জন রোগী থাকিবার মত একটী Surgical Hospital নির্ম্মিত হইয়েছে। ২।১ মাসেই তাহা সুসম্পন্ন হইবে। গত বৎসর out-door dispensaryতে ৪১৭৫ জন রোগী ১৪৬২৯ বার উপস্থিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে কালাজ্বর ৫৬৫, ম্যালেরিয়া ১০৮৬, কলেরা ১৬, আমাশয় ৭৮, সিফ্‌লিস গণোরিয়া ১১০, যক্ষ্মা ১৩, কুষ্ঠ ৮ ইত্যাদি। হিন্দু পুরুষ ১৪৫০, মুসলমান পুরুষ ২০৩২, হিন্দু স্ত্রীলোক ৩২৮, মুসলমান স্ত্রীলোক ৩৬৪।

উপস্থিত রোগীদিগের শতকরা প্রায় ৭৫ জন লোকের নিকট ঔষধের মূল্য লওয়া হয় না। বাকী শতকরা ২৫ জন লোক হইতে তাহাদের শক্তি ও সামর্থ্যানুযায়ী যে মূল্য লওয়া হয়, তাহাতে out-door dispensary র সর্ব্ববিধ খরচ নির্ব্বাহিত হয়। গত বৎসর এইভাবে প্রায় ৪৫৩২৲ টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল। দরিদ্র কৃষক মজুর এবং হিন্দুদের অস্পৃশ্য শ্রেণীর নমঃশূদ্র, তাঁতি, মেথর মুচি, ধোপা, প্রভৃতির নিকট হইতে কোনও মূল্য লওয়া হয় না। এই সমস্ত কারণে রোগীদিগের অধিকাংশই এই সব নিম্নশ্রেণীর লোক। আমাদের উদ্দেশ্য, বিশেষভাবে নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের মধ্যেই আমাদের আদর্শ প্রচার করা। এই বিষয়ে এই Dispensary আমাদিগকে বিশেষ সাহায্য করিতেছে। Dispensaryর মুদ্রিত লিপিতে এক পৃষ্ঠায় রোগীর নামধাম ও রোগের কথা এবং অপর পৃষ্ঠায় আমাদের আশ্রমের প্রধান উদ্দেশ্য—স্বরাজ, হিন্দু মুসলমান মিলন, অস্পৃশ্যতাবর্জ্জন এবং খদ্দর সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে লিখিত আছে। উপস্থিত রোগীদিগকে রোগ সম্বন্ধে উপদেশ দানের সঙ্গে সঙ্গে উক্ত বিষয় সমূহেও বিশেষভাবে উপদেশ প্রদান করা হয়।

সুতরাং ডিস্‌পেন্‌সারী ক্রমশঃই একটী প্রচারক্ষেত্রে পরিণত হইতেছে। উপস্থিত রোগীগণ যাহাতে বিলাতী ও মিলের কাপড়ের পরিবর্ত্তে বিশুদ্ধ খদ্দর ব্যবহার করে তদ্বিষয়ে তাহাদের মনযোগ সর্ব্বদা আকর্ষণ করা হয়।

এই ভাবে জনসাধারণের মধ্যে আশ্রমের ভাব সমূহ চিকিৎসা-বিভাগের মধ্য দিয়া ক্রমশঃ প্রচারিত হইতেছে। হাসপাতালের নির্ম্মাণ কার্য্য সমাধা হইলে এই প্রচার কার্য্যের আরও সুবিধা হইবে।

চিকিৎসা বিভাগের ভাবী উদ্দেশ্য—গত বৎসরের কার্য্য-বিবরণীতে প্রকাশ করিয়াছি এবং এবারও বলিতেছি একটী আশ্রম করিয়া কয়েকজন রোগীকে সেবা করা বা কয়েকটী লোককে জাতীয়ভাবে অনুপ্রাণিত করাই আমাদের শেষ উদ্দেশ্য নহে। আমরা চাই দেশ-মাতৃকার সেবা। এতদুদ্দেশ্যে আমরা দেশের বিভিন্ন স্থানে, বিশেষতঃ পার্ব্বত্য প্রদেশে এবং অস্পৃশ্যজাতি-প্রধান স্থান সমূহে আমাদের আশ্রমের শাখাকেন্দ্র সমূহ স্থাপন করিতে চাই। প্রত্যেক আশ্রমের সঙ্গেই অন্যান্য বিভাগের সহিত একটী চিকিৎসা বিভাগও থাকা বিশেষ প্রয়োজন। কারণ প্রথমতঃ চিকিৎসকেরা তাঁহাদের সেবাদ্বারা জনসাধারণের চিত্ত সহজেই আকর্ষণ করিতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ চিকিৎসকের আয় দ্বারা আশ্রমের ভরণ পোষণও অনেকটা নির্ব্বাহিত হইতে পারে। দেশের লোক দেশ সেবা চায় কিন্তু এই জন্য যতটুকু ত্যাগ স্বীকার করা দরকার ততটুকু সাধারণতঃ তাঁহারা করেন না। দেশ নিতান্ত দরিদ্র। তথাপি বিবাহ, শ্রাদ্ধ পূজাপার্ব্বণে এবং সামাজিকতা রক্ষা ব্যাপারে প্রতি বৎসরই প্রচুর অর্থ ব্যয়িত হয়। কিন্তু তাঁহাদেরই পার্শ্বে দেশের সেবকগণ অর্থাভাবে অনাহারে নানাবিধ কষ্ট ভোগ করে। কিন্তু অধিকাংশ সময়ই দেশের লোক তাহাদিগের প্রতি সহানুভূতি দেখান না। সুতরাং আরও কিছুকাল পর্য্যন্ত দেশ

সেবকদিগকে নিজ নিজ ব্যয় স্বোপার্জ্জিত অর্থে সঙ্কুলান করিতে হইবে। নচেৎ অধিকাংশ সেবককেই অর্থাভাবে দেশসেবাকার্য্যে নিরাশ ও বিফল মনোরথ হইতে হয়।

বর্ত্তমানে গবর্ণমেণ্ট স্থাপিত অনেক ডাক্তারি স্কুল ও কলেজ আছে বটে; কিন্তু সেখান হইতে উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে আমাদের আদর্শানুযায়ী ডাক্তার সেবক খুব কমই পাওয়া যায়।

ভারতীয় শিক্ষার মূলমন্ত্র—আত্মত্যাগ। বৈদেশিক শিক্ষার মূল কথা আত্ম-ভোগ। বর্ত্তমান স্কুল কলেজের ছাত্রগণ তাহাদের গুরুদের নিকট ভোগের মন্ত্রেরই শিক্ষা গ্রহণ করে, ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত হয় না; সুতরাং ত্যাগের পথে তাহাদিগকে পাওয়া সুকঠিন। সেই জন্য আমরা অন্যান্য অনুষ্ঠানের সঙ্গে আমাদের আশ্রমে একটী মেডিকেল স্কুল স্থাপন করিতে চাই। আশ্রম আঙ্গিনায় বসবাস পূর্ব্বক আশ্রমের নিয়ম ও আচার পালনের সঙ্গে সঙ্গে ঐ স্কুলের ছাত্রেরা আশ্রমের ভাবে অনেকটা যে অনুপ্রাণিত হইবে ইহা আমরা খুবই আশা করি।

অনেকে মনে করেন এইরূপ একটি বিদ্যালয় স্থাপন করা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। তাঁহারা আড়ম্বরবহুল সরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহ দেখিয়াই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন। ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর মানুষ তৈয়ার করে না। প্রকৃত আচার্য্যই উপযুক্ত শিষ্য তৈয়ার করেন, এবং প্রকৃত শিক্ষার নিমিত্ত খুব কম সময়ই বড় বড় অট্টালিকার প্রয়োজন হয়। সকলেই এই কথা অনুভব করিতেছেন যে এখন এমন সব চিকিৎসা বিদ্যালয় স্থাপন করা উচিত, যাহাতে গ্রামে কাজ করিবার উপযুক্ত সেবক তৈয়ার হইতে পারে। ত্যাগের ভাবে অনুপ্রাণিত না হইলে কোন ডাক্তারই বড় বড় সহর ছাড়িয়া দরিদ্রবহুল পল্লীগ্রামে যাইবেন না। ত্যাগী চিকিৎসক ব্যতীতও এই দরিদ্র দেশের অর্থহীন রোগীর চিকিৎসা কার্য্যও কখনও সুসম্পন্ন হইবে না। সমপ্রাণতা ও দেশাত্মবোধপরায়ণ চিকিৎসকেরাই কেবল এই অজ্ঞ, নিরন্ন দেশবাসীর দুঃখদারিদ্র্যের কথা অনুভব করিয়া তাহাদিগকে প্রাণ দিয়া সেবা করিতে সমর্থ।

এতদুদ্দেশ্যে আমরা এই মেডিকেল স্কুল স্থাপন করিয়া জাতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত একদল ত্যাগী ডাক্তার দেশসেবক গঠন করিতে চাই এই কার্য্যের জন্য আরও ২৫০০০ হাজার টাকা পাইতে পারিলেই আমাদের আশা সাফল্যযুক্ত হইতে পারে।

চিকিৎসা বিভাগের নিমিত্ত গত বৎসর আমরা নিম্নলিখিত ঔষধ-ব্যবসায়ী এবং ভদ্রমহোদয়গণ হইতে নিম্নলিখিত সাহায্য পাইয়াছি।

বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং— একটী অপারেশান টেবিল।

অযোধ্যাপ্রসাদ মিশ্র এণ্ড সন্‌স্—ঔষধ বাবত ১৭৫৲ টাকা।

ডাক্তার হেমেন্দ্রনাথ ঘোষ—একটি Hœmocytometer

ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়— One set of bones and some instruments.

ডাক্তার মহেন্দ্রচন্দ্র কর্ম্মকার - One instrument sterilizer

বানরী দাতব্য চিকিৎসালয়—One operation table, one instrument table some sterilizers and various other things.

এতদ্ব্যতীত অনেকে অনেক সাহায্য করিয়াছেন, তাহাদের নাম প্রকাশ করার নিষেধ থাকা বশতঃ নাম দিতে পারিলাম না। ইঁহারা সকলেই আমাদের ধন্যবাদার্হ।

বঙ্গদেশে, শুধু বঙ্গদেশেই বা কেন, সমস্ত ভারতবর্ষেই কোন জাতীয় মেডিকেল মিশন আছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। বিদেশী ৩৫০ জন ডাক্তার ভারতের নানা স্থানে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্ত অনেক মেডিকেল মিশন্ চালাইতেছেন এবং এই সকল মিশনকে তাহাদের দেশের লোকেরা প্রচুর পরিমাণে ঔষধ, যন্ত্র ও পুস্তকাদিদ্বারা সদাসর্ব্বদা সাহায্য করেন। আমরাও আমাদের দেশের ঔষধ ও ডাক্তারী যন্ত্র ব্যবসায়ীদের মনোযোগ এই বিষয়ে আকর্ষণ করিতেছি।

চরকা, খদ্দর, রঞ্জন ও বয়ন বিভাগ।

খদ্দর।

গত ১ বৎসরে আমরা এই বিভাগের তত্ত্বাবধানে ২১০১৩৸৵ টাকার খদ্দর উৎপন্ন এবং ২১৮২২৸৵৫ টাকার খদ্দর বিক্রয় করিয়াছি। নিম্নে বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইল।

১৯২৪	মাসিক উৎপন্ন খদ্দরের পরিমাণ।	মাসিক বিক্রীত খদ্দরের পরিমাণ।
জানুয়ারী হইতে মার্চ্চ	২১১৯৸৵১০	১৯৬৮৵৫
এপ্রিল হইতে জুন	৩৪৯৪৵৫	৩০১৭৷৵১৫
জুলাই হইতে ডিসেম্বর	১৪৩৯৯৷৷৫	১৬৮৩৭৫

আগামী বৎসরে আমরা ৫০।৬০ হাজার টাকার খদ্দর উৎপন্ন করিতে চাই।

গত বৎসর কার্য্য-বিবরণী প্রকাশিত হইবার সময় খদ্দর বিভাগের মূলধন ছিল ১৫৫৩ টাকা। গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত মূলধন ৩৫৭২৸৵ (এবং এই পর্য্যন্তই এই বৎসরের হিসাব দেখান হইয়াছে) ব্যাঙ্কের দেনা ৪৫০০ টাকা এবং খদ্দর বোর্ডের দেনা ছিল ১০০০ টাকা। বর্ত্তমানে নিজস্ব মূলধন ৭৮৭২৸৵, খদ্দর বোর্ডের দেনা ১০০০৲ এবং ব্যাঙ্কের দেনা ১০২৪৲ টাকা। স্থানীয় ভদ্রলোকদের জামিনে স্থানীয় ব্যাঙ্কসমূহ হইতে শতকরা ৯৲ টাকা হার সুদে টাকা কর্জ্জ করা হয়। এইজন্য জামিনদার ভদ্রমহোদয়দিগকে এবং ঋণদাতা ব্যাঙ্ক সমূকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। ভবিষ্যতে খদ্দর কার্য্যের প্রসারতার জন্য ব্যাঙ্ক সমূহ আমাদিগকে আরও সুবিধা দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

খদ্দর বিভাগে ৯ জন সেবক আছেন এবং ইহাদের ভরণ পোষণ, বিভাগীয় খরচ এবং ব্যাঙ্কের সুদ বাদে গত ডিসেম্বর পর্যন্ত ৪৫৫৸৵১৫ লাভ হইয়াছে। খদ্দর কাজের সুবিধার জন্য এই জেলার বরকামতা গ্রামে এবং নোয়াখালি জেলায় ফেণী সহরে দুইটী শাখা কেন্দ্র স্থাপন করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত উৎপন্ন খদ্দর বিক্রয়ের সুবিধার্থ

কলিকাতা ৮০নং হ্যারিসন রোডে আশ্রমের একটী খদ্দর ভাণ্ডার আছে। বরকামতা কেন্দ্রে যাতায়াতের সুবিধার জন্য স্থানীয় বিবেকানন্দ শিক্ষামন্দির মোটর সার্ভিস কোম্পানী আমাদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। আমরা তাঁহাদিগকে আমাদের হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

খদ্দরের ব্যবসা করিয়া লাভবান হওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নহে। দেশে খদ্দরের বহুল প্রচার এবং খদ্দর-কার্য্যের মধ্য দিয়া দেশের জনসাধারণের সহিত মিলিত হইয়া তাহাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের ভিতর উদার ধর্ম্মনীতি এবং জাতীয় ভাব প্রচার করাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। শুধু খদ্দর দ্বারা দেশে স্বরাজ আসিবে না। কিন্তু খদ্দরের ভিতর দিয়া স্বরাজ পথে নিঃসন্দেহে আমরা অনেকটা অগ্রসর হইতে পারি।

রঞ্জন—এই বিভাগে সমস্ত সূতা এবং কাপড় আশ্রমেই রং করা হয়। কাপড় এবং চাদরের পাড়ের ছাপ দেওয়ার কাজও আশ্রম সেবকেরাই করেন।

বয়ন—আশ্রমে দুইখান তাঁত আশ্রমসেবকেরাই চালাইয়া থাকেন। আশ্রমের সেবকগণ কর্ত্তৃক উৎপন্ন সূতাদ্বারা আশ্রমের ব্যবহৃত বস্ত্রাদি বয়ন করিয়া লওয়া আমাদের ইচ্ছা।

চরকা—আশ্রম-সেবকদের সূতাকাটা একটী অবশ্য কর্ত্তব্য। আশ্রম-বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের মধ্যেও সূতাকাটা ক্রমশঃই বিস্তৃতি লাভ করিতেছে। এ যাবৎ ঘর এবং চরকার অভাবে ছাত্রবৃন্দের মধ্যে সূতাকাটা বাধ্যতামূলক করিতে পারা যায় নাই। আশা করি ২।১ মাসের মধ্যেই ইহা বাধ্যতামূলক হইবে। বর্ত্তমানে যাহারা সূতা কাটে, তাঁহাদিগকে আশ্রম হইতে বিনামূল্যে তূলা সরবরাহ করা হয়।

আশ্রমের চতুর্দ্দিকস্থ গ্রামসমূহে যাহাতে প্রত্যেক পরিবারে সূতাকাটা প্রচলিত হয় এবং উৎপন্ন সূতাদ্বারা যাহাতে প্রত্যেক পরিবার নিজ নিজ ব্যবহার্য্য কাপড় বুনাইয়া লয়, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা আরম্ভ করা হইয়াছে। ইহাদের নিকট হইতে কাপড় বুনিবার মজুরী হাতপ্রতি এক পয়সা কম লওয়া হয়। এই সব গ্রামের প্রত্যেক স্ত্রীলোকই সূতা কাটিতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু অর্থাভাবে তাঁহারা চরকা ক্রয় করিতে পারেন না, আমরাও দান করিতে পারি না। স্বদেশপ্রেমিক মহোদয়গণ যদি এই বিষয়ে আমাদিগকে কিছু অর্থ সাহায্য করেন তবে এই শুভ কার্য্য সাধিত হইতে পারে। কিস্তিবন্দি হিসাবে আমরা কাটুনীদের নিকট হইতে চরকার মুল্য এবং কিছু টাকা আদায় করিয়া ফেরৎও দিতে পারিব। আপাততঃ তিনটী গ্রাম লইয়া আমরা কাজ আরম্ভ করিয়াছি। উক্ত গ্রাম সমূহে আমাদের কার্য্য সফলতা লাভ করিলে 'আশা করি' পাশ্ববর্ত্তি গ্রামসমূহেও ইহা সহজেই প্রচলিত হইয়া পড়িবে। বরকামতা কেন্দ্রে প্রেমু নামক গ্রামে যাহারা পূর্ব্বে কেবল বিক্রয়ার্থ সূতা কাটিত, তাহারা তূলা পাইলেই কংগ্রেসের নিমিত্ত প্রতিদিন আধ ঘণ্টা করিয়া আনন্দে বিনা মজুরিতে সূতা কাটিতে রাজি হইয়াছে। বঙ্গদেশের নেতৃমণ্ডলী যদি বড় বড় তূলা ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে তূলা ভিক্ষা করিয়া বিভিন্ন কেন্দ্রে চরকা কাজের জন্য তাহা বণ্টন করিয়া দেন, তবে মহাত্মা গান্ধি প্রবর্ত্তিত কংগ্রেসের Spining franchise প্রস্তাব অনেক পরিমাণে যে সফল করা যায় তাহাতে সন্দেহ নাই। গুজরাটে শ্রীযুক্ত বল্লভ ভাই প্যাটেল এই ভাবে কার্য্য করিয়া অনেকটা কৃতকার্য্য হইয়াছেন। সংরাইসের তূলা ব্যবসায়ীগণ যদি অনুগ্রহ-পূর্ব্বক চরকা কাজের জন্য কিছু কিছু করিয়া তূলা বিনামূল্যে দান করেন তবে দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়। এই বিষয়ে আমরা তাঁহাদের আন্তরিক সহানুভূতির নিমিত্ত আবেদন করিতেছি।

প্রতিদিন আধঘণ্টা করিয়া কংগ্রেসের জন্য সূতা কাটিলে দেশময় জাতীয়তার ভাব যে প্রসার লাভ করিবে তাহা বলা বাহুল্য। আমরা আশ্রমে ইহা যেরূপ অবশ্য কর্ত্তব্যের মধ্যে গণনা করি, পরিবারের মধ্যেও বাপ মা ইচ্ছা করিলেই ইহাকে প্রতি প্রভাতের প্রথম পবিত্র ও নিঃস্বার্থ কাজরূপে পরিগণিত করিয়া তুলিতে পারেন। পবিত্র ঊষায় অনাবিল হৃদয়ে যে ত্যাগ ও প্রেমের বিশুদ্ধভাব সঞ্চারিত হইবে তাহা প্রতিমুহূর্ত্তে প্রতি কাজের ভিতর দিয়া জীবনকে অপূর্ব্ব শান্তি ও সৌন্দর্য্যে ভূষিত করিয়া তুলিবে।

খদ্দর ও চরকা সম্বন্ধে সর্ব্বশেষে সকলের নিকট আমাদের অনুরোধ এই যে তাঁহারা যেন খদ্দরকে মোটা ও দুর্মূল্য বলিয়া পরিত্যাগ না করেন। খদ্দরই দেশের স্বরাজ সেবকদের পোষাক এবং খদ্দরের ভিতরে দেশাত্মবোধ এমনি জড়াইয়া গিয়াছে যে খদ্দর পরিধানের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয়তার ভাব আপনা আপনি প্রাণে জাগিয়া উঠে। দ্বিতীয়তঃ একমাত্র চরকা এবং খদ্দরই দেশের কোটি কোটি নিরন্ন বস্ত্রহীন নরনারীকে অন্নবস্ত্র দানে সমর্থ। কাপড়ের মিল দ্বারা জনসাধারণের অবস্থার উন্নতি সাধন হইতে পারে না। কিন্তু প্রত্যেক লোকই নিজ নিজ অবসর মুহূর্ত্তে সূতা কাটিয়া আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে পারে। যে দেশে মাসিক আয় গড়ে প্রায় ২৲ টাকা মাত্র, সে দেশে সূতা কাটিয়া ২।১ টাকা অর্জ্জন করাও কম নহে। আজ বিদেশীর অত্যাচারে এবং দেশের ঔদাসীন্যে বহুযুগের এই কুটীর শিল্প ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু দেশবাসীর আন্তরিক সহানুভূতি পাইলে খদ্দরের যে দ্রুত উন্নতি হইবে তাহা গত ২।৩ বৎসরের অভিজ্ঞতা হইতে আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি। খদ্দরের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দামও কমিবে। ইতি মধ্যেই গত বৎসরের তুলনায় খদ্দরের মূল্য প্রতি জোড়ায় ॥০ আনা হইতে

৳০আনা কমিয়াছে। প্রত্যেক বাড়ীতে যত্ন পূর্ব্বক তুলার চারা রোপণ করিলেএবং অবসর সময়ে উৎপন্ন তুলা হইতে সূতা কাটিলে খদ্দরের দাম মিলের কাপড়ের দাম অপেক্ষাও কম হইবে। কারণ কাপড় মোটা ও খারাপ হইলেই তাহার ওজন ও মূল্য বেশি পড়ে। অধিকাংশ খদ্দরই এখন গড়ে মিলের কাপড় অপেক্ষা বেশী দিন যায়। স্বরাজ প্রতিষ্ঠা হইলে আমাদের পূর্ণ ভরসা আছে যে বিদেশী বস্ত্র এবং দেশী মিলের উপর ট্যাক্স চালাইয়াও খদ্দরকে কুটীর শিল্পরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারা যাইবে। কিন্তু বিদেশী রাজার রাজত্বে বাস করিয়া আমরা তাহা আশা করিতে পারি না। এইরূপ স্থলে দেশবাসীর স্বাদেশিকতা ও আন্তরিক সহানুভূতি আমাদের একমাত্র ভরসা।

শিক্ষা বিভাগ।

গত বৎসর কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হইবার সময়ে আমাদের শিক্ষায়তনে মোট ২০টী ছাত্র ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে শিক্ষায়তনের ছাত্র সংখ্যা দেড় শতের অধিক। তন্মধ্যে ১২০ জন আশ্রম বিদ্যালয়ে। মেথর পাড়ার বিদ্যালয়ের ছাত্র, ছাত্রী ২২ জন এবং আশ্রমস্থিত নৈশ-বিদ্যালয়ে ১০ জন।

গত ১ বৎসরের মধ্যে জনসাধারণের ভিতর শিক্ষায়তনের এইরূপ প্রভাব বিস্তৃতি,—ইহা যে আশ্রমের সেবকদের আন্তরিক সাধনা ও অধ্যবসায়ের ফল, তাহা বলা বাহুল্য।

আশ্রম বিদ্যালয়ে ১২০ জনের মধ্যে মুসলমান কৃষক ৭২ জন, তাঁতি ১৩, ধোপা ১, নাপিত ২, নমঃশূদ্র ২২, বৈরাগী ২, ব্রাহ্মণ ৭, সূত্রধর ১ জন। মেথর বিদ্যালয়ে মেথর ১৪ জন, বেহারার ছেলেমেয়ে ৪ জন ও মুসলমান ৪ জন। নৈশ বিদ্যালয়ে মুসলমান মজুর ৯ ও হিন্দু ১।

শিক্ষায়তন অবৈতনিক। ছাত্রদের সকলকেই খদ্দর পরিতে হয়। ছাত্রদের অনেকেরই বাড়ীর অবস্থা নিতান্ত খারাপ। তৎসত্বেও শিক্ষকদের আন্তরিক চেষ্টার ফলে এখন প্রায় শতকরা ৭৫ জনই খদ্দরে ভূষিত হইয়া বিদ্যালয়ে আসে। আশা করা যায় ২।১ মাসের মধ্যেই আমরা সকলকেই খদ্দর পরাইতে সমর্থ হইব।

আশ্রম বিদ্যালয় প্রতিদিন ৯২টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত খোলা থাকে। সকালে এবং সন্ধ্যায় প্রত্যেক ছাত্রই নিজ নিজ পরিবারের কাজে বাপ-মাকে সাহায্য করে। ইহার মধ্য দিয়া ভবিষ্যতে তাহারা যাহাতে পৈত্রিক ব্যবসায়ে অনুরাগী হইয়া উঠে তদ্বিষয়ে শিক্ষকগণ বিশেষ দৃষ্টি রাখেন।

এই বিদ্যালয়ে এক দিকে কঠোর অনুশাসন, অপর দিকে খেলাধুলা, গান বাজনার আতিশয্য দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। এখানে প্রভুত্ব এবং দাসত্বের সম্পর্ক নাই। ছাত্রবৃন্দ সমস্ত অনুশাসন নিজেরাই গঠন করে ও তাহা তাহাদের জীবনের উন্নতির অনুকূলবোধে আনন্দ সহকারে মানিয়া চলে।

বিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর ছাত্রগণ নিম্নতম শ্রেণীতে অধ্যাপনার কার্য্যও সুরু করিয়াছে। ইহাই তাহাদের প্রীতি ও সদ্ভাবের প্রকৃষ্ট পরিচয়। এক দিকে খেলাধূলা, লেখাপড়া, গানবাজনা, অপর দিকে কঠোর গৃহকর্ম্মাদি, চরকা কাটা, প্রকৃতির ঝড় বাদল রৌদ্রবৃষ্টির মধ্যে মাঠে মাঠে বেলা কাটান—এই সমস্ত কার্য্যকরী ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দ্বারা ছাত্রদের জীবন সকল দিক দিয়া গড়িয়া উঠে।

বিশেষ শিক্ষার মধ্যে, এখানে গানবাজনা, ক্রীড়াকৌতুক, চরকা-কাটা, আচারব্যবহার, পরিষ্কারপরিচ্ছন্নতা, ও স্বাস্থ্যনীতির দিকে বিশেষ যত্ন লওয়া হয়। এই বিদ্যায়তনের মুল উদ্দেশ্য প্রত্যেক ছাত্রকে ভাবী জীবনে নিজ নিজ পৈত্রিক ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া

স্বদেশসেবকরূপে পরিণত করা। এই বিদ্যালয়ে কোনও সাম্প্রদায়িকতা নাই। ভগবানের সৃষ্ট মানুষের মধ্যে এক ভ্রাতৃভাব স্থাপন করাই এই বিদ্যালয়ের অন্যতম উদ্দেশ্য।

এতদিন পর্য্যন্ত এই বিদ্যালয়ের কোনও স্থায়ী গৃহ ছিল না। সেবকদের বাস গৃহেই বিদ্যালয়ের কাজ চলিত। এই বৎসর প্রায় আড়াই হাজার টাকা ব্যয়ে একটী গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে।

মেথর বিদ্যালয়—এই বিদ্যালয় আমরা তিন মাস হইল আরম্ভ করিয়াছি। এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ফলে মেথর ছাত্রদের মধ্যে একটু ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছে। তাহারা অনেকে মদ খাওয়া বন্ধ করিয়াছে এবং অন্যান্য সকলে মদ ত্যাগ করিবার চেষ্টা করিতেছে। মেথর ছাত্রেরা শিক্ষকদের সঙ্গে প্রায়ই আশ্রমে বেড়াইতে আসে, এবং সঙ্গে সঙ্গে আশ্রমের ভাবও যে কিছু না নিয়া যায় এমন নহে। কিছুদিন পূর্ব্বে একদিন মেথর ছাত্রদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আশ্রম-সেবকবৃন্দ এক পংক্তিতে ভোজন করিয়াছে। ইহার ফলে হৃদয়ের যে আদান প্রদান হইতেছে, তাহাতে অচিরে এই পতিত, সর্ব্বদা ঘৃণ্য মদ্যপানাসক্ত মেথর জাতিও যে একদিন মানুষের ন্যায় সজোরে, সগর্ব্বে নিজেদের দাবী লইয়া বিশ্বের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিবে, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। আমরা চাই প্রত্যেকে আপন আপন ব্যবসা বজায় রাখিয়া মানুষের ন্যায়-চলিতে শিখুক। আমরা কোনও কাজই ছোট মনে করি না, বা জন্মগত জাতিভেদও মানি না।

নৈশ বিদ্যালয়—আশ্রমে নৈশ বিদ্যালয় সবে মাত্র আরম্ভ হইয়াছে। আমরা সহরে ঝাড়ুদারদের (মালী) মধ্যেও শীঘ্রই একটী নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করিবার বাসনা করিয়াছি। তাহারা আমাদিগকে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছে।

আশ্রম বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ বর্ত্তমানে নিজ নিজ বাড়ীতেই থাকে। আশ্রমে ছাত্র থাকিবার এ পর্য্যন্ত কোনও ব্যবস্থা নাই। সুবিধা হইলেই আমরা তাহা করিব।

গ্রন্থাগার ও পাঠ-ভবন।

গত বৎসর পাঠাগারে প্রায় দেড় হাজার পুস্তক ছিল। এই বৎসর আরও প্রায় দুইশত বাড়িয়াছে। স্থানীয় এবং অন্যান্য স্থানের অনেক সহৃদয় ব্যক্তি আমাদের পাঠাগারে অনেক পুস্তক দান করিয়াছেন তাঁহাদের সকলের নাম এক সঙ্গে প্রকাশ করার স্থানাভাব। আমরা সকলের নিকটই আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি এবং প্রত্যেক ভদ্রমহোদয় এবং প্রত্যেক পুস্তক বিক্রেতাকে ২।১ খানা করিয়া পুস্তক দানে আমাদের এই গ্রন্থাগারের উন্নতি বিধান করিতে অনুরোধ জানাইতেছি।

পাঠাগারে মোট ৩২টী দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক পত্রিকা আসে। Servant আনন্দ বাজার, নববঙ্গ, প্রবর্ত্তক, উদ্বোধন, ত্রিপুরা হিতৈষী, দেশের বাণী, Prabudh Bharat, বঙ্গবাসী, নব্যভারত Rangoon mail ও অন্যান্য নানা পত্রিকা বিনা মূল্যে পাইয়া থাকি। তজ্জন্য ঐ সমস্ত পত্রিকার পরিচালকদিগকে আমরা আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

বর্ত্তমানে গ্রন্থাগারে সভ্য সংখ্যা দুইশত। আরও অনেকে সভ্য হইতে চান। কিন্তু স্থানাভাবে আমরা বর্ত্তমানে সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারি না। প্রায় প্রত্যেক সভ্যই মাসে মাসে কিছু কিছু চাঁদা দেন। যাহাতে প্রত্যেক সভ্যই কংগ্রেসের জন্য সূতা কাটেন তদ্বিষয়ে আমরা চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছি। প্রায় প্রত্যেক সভ্যই স্বদেশী বস্ত্রাদি পরিধান করেন।

গ্রন্থাগার সম্বন্ধে আমরা শুধু এই বলিতে চাই, ইহা একটী মৃত প্রাণহীন যন্ত্র নহে। ইহার ভিতর দিয়া অতীত এবং বর্ত্তমান মনীষিগণ তাঁহাদের প্রাণের বাণী ভাবী বংশধরদের প্রাণে সঞ্চারিত করিয়া দিতেছেন। এই প্রাণশক্তি সঞ্চারণ রহস্যের মধ্যে যতটা সম্ভব সুনিয়ম ও শৃঙ্খলা আনয়ন করিতে পারিলেই আমাদের সার্থকতা।

কৃষি ও গোপালন।

বর্ত্তমানে আশ্রমে প্রায় ২০ জন সেবক আছে। আশা করি ২।১ বৎসরের মধ্যে সেবক সংখ্যা ৩০ জন হইবে। বর্ত্তমানে খদ্দরের কার্য্য এবং চিকিৎসকদের আয়দ্বারাই আশ্রমের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ হয়। কিন্তু এই ভাবে বেশী দিন চলিবে না। আশ্রমকে ভরণ-পোষণের ব্যাপারে আত্মশক্তির উপর দাঁড় করাইতে হইলে আরও ৩০ বিঘা চাষের জমির দরকার। বর্ত্তমানে দেশের এই দুর্দ্দশার সময়েও এমন অনেক ধনী আছেন, যাঁহারা ইচ্ছা করিলে অনায়াসে আশ্রমের নিকটবর্ত্তী কোনও স্থানে এই জমি আশ্রমের নামে উৎসর্গ করিতে পারেন। এই জমির মূল্য প্রায় ১২০০০৲ হাজার টাকা।

আশ্রমে কিছু কিছু তরিতরকারী উৎপন্ন হয়। তাহা সাধারণতঃ আশ্রমেই আহার্য্যরূপে ব্যবহৃত হয়। আশ্রমের তিনটী গাই আছে। তাহাদের দুগ্ধ ও আশ্রমে ব্যবহৃত হয়।

আশ্রমের পুষ্করিণীতে প্রতি বৎসরই কিছু কিছু মৎস্যাদি জিয়ান হয়। আমরা আশা করি ভবিষ্যতে তাহা আয়ের একটী পন্থারূপে পরিণত হইবে।

গত বৎসরের প্রধান ঘটনাবলী।

১। গত বৈশাখে আচার্য্য রায় শ্রীহট্ট হইতে ফিরিবার পথে আমাদের আশ্রমে ৫ দিন অবস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহার পূত স্পর্শে আমরা সকলেই ধন্য হইয়াছি।

২। দানবীর স্বদেশহিতৈষী শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় গত বৈশাখে আমাদের আশ্রম হাসপাতালের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। সহরের গণ্যমান্য সকলেই উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

৩। আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে বিগত আশ্বিন মাসে আশ্রমের কার্য্যপদ্ধতি সম্বন্ধে মতদ্বৈধ হওয়াতে আশ্রমের কতিপয় সেবক আশ্রম ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন।

৪। কিছুদিন পূর্ব্বে বোম্বের ধনাঢ্য বণিক, ইয়ারাবাদ জেলে মহাত্মাজীর সহযাত্রী এবং বর্ত্তমানে নিখিল-ভারত-খদ্দর-বোর্ডের সম্পাদক শ্রীযুক্ত শঙ্করলাল জি, ব্যাঙ্কার এবং আমেদাবাদ শ্রমিকনেত্রী শ্রীমতী অনসূয়া দেবী আমাদের আশ্রমে পদার্পণপূর্ব্বক আশ্রমকে পবিত্র করিয়া গিয়াছেন। শ্রীযুত ব্যাঙ্কার আশ্রমে ১ দিন ও অনসূয়া দেবী দুই দিন ছিলেন। তাঁহাদের বিশেষ অনুরোধে তাঁহাদের আগমনবার্ত্তা সহরে জনসাধারণের নিকট জ্ঞাপন করিতে পারি নাই। তজ্জন্য আশা করি তাঁহারা আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন।

উপসংহার।

ভগবানের ইচ্ছায় আশ্রম দ্বিতীয় বর্ষ অতিক্রম করিয়া তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করিল। গত দুই বৎসরে আমরা ৫২৯৫৬৷৷৵৫ হাজার টাকা খরচ করিয়াছি। ভগবানের বিশেষ অনুকম্পা এবং জনসাধারণের সহৃদয় সহানুভূতি বশতঃই আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র সেবকবৃন্দ এই কার্য্যে এতদূর অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছে। দোষ ত্রুটি আমাদের সর্ব্বদাই হয়। কারণ আমরা অসম্পূর্ণ ও অনভিজ্ঞ—সত্যকে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে পারি নাই। আশা করি আমাদের স্বদেশবাসী-বন্ধুগণ আমাদের হৃদয়ের ভাব উপলব্ধি করিয়া আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। আগামী বৎসরে আমাদিগকে অন্ততঃ আরও ২৫০০০ হাজার টাকা খরচ করিতে হইবে। এই দুই বৎসর বন্ধুবান্ধবদের নিকট হইতে টাকা লইয়াই কাজ চালান হইয়াছে। জনসাধারণের নিকট আমরা এ পর্য্যন্ত বিশেষ ভাবে উপস্থিত হইতে পারি নাই।

ভবিষ্যতে টাকা তুলিতে আর কাহাকেও বাদ দিলে চলিবে না। দেশ দরিদ্র কিন্তু "সংহতি মহতী কর্ম্মসাধিকা।" যদি প্রত্যেকেই এই সমস্ত জাতীয় অনুষ্ঠান সংগঠনে কিছু কিছু সাহায্য প্রদান করেন তবে, বড় বড় অনুষ্ঠান সহজেই গড়িয়া উঠে। আশা করি ভগবান এই প্রেরণা আমাদের সকলের প্রাণে সঞ্চারিত করিবেন। ইতি

কুমিল্লা ২৪শে ফাল্গুন
১৩৩১ বাং।
৮ই মার্চ্চ ১৯২৫ ইং।

বিনীত নিবেদক
শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,
সম্পাদক, অভয় আশ্রম, কুমিল্লা।

অভয় আশ্রমের ফাল্গুন, ১৩৩০ হইতে ১৬ই পৌষ, ১৩৩১ পর্য্যন্ত (৩১শে ডিসেম্বর ১৯২৪)

আয় ব্যয়ের হিসাব (Revenue Account.)

জমা			খরচ	
খদ্দর বিক্রীর মুনাফা	...	৪৫৫৮৵১৫	খোরাকী ও বিবিধ খরচ	২৭১০৷৶১০
আয় বাদে বাকী টাকা	...	১৬৮২৷৷৵৫	উৎসব বাবত	১৯৮৷৵০
(১৯২৪ সনের) উদ্বর্ত্তপত্রে নীত হইল।			বাগান কৃষি বাবত	২২৯৷৵১০
		৩১৩৮৷৷০		৩১৩৮৷৷০

মন্তব্য—(১) খদ্দর বিভাগে বিভাগীয় সমস্ত খরচ বাদ দিয়াই উক্ত টাকা মুনাফা হইয়াছে। বিস্তৃত খবর জানিতে হইলে খদ্দর বিভাগের বিস্তৃত হিসাব দ্রষ্টব্য। স্থানাভাবে এখানে কোনও বিভাগেরই বিস্তৃত হিসাব প্রকাশ করা গেল না।

(২) উপরিউক্ত আয় ব্যতীত বাগান, গরু প্রভৃতি হইতেও আয় কিছু কিছু হইয়াছে। দুধ, মৎস্যাদি, তরিতরকারী প্রায় সমস্তই আশ্রমে ব্যবহৃত হওয়ায় তাহার ভিন্ন হিসাব রাখা হয় নাই।

(৩) পূর্ব্বের ন্যায় গত বৎসরও আশ্রমকে অনেক বিশৃঙ্খলার মধ্যে কার্য্য করিতে হইয়াছে। তজ্জন্য কোন কোনও বিভাগের হিসাবে ত্রুটী বাহির হইয়াছে। আশা করি এবারও পাঠকবর্গ আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন।

অভয় আশ্রমের ১৯২৪ সনের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত।

উদ্বর্ত্তপত্র (Balance Sheet,)

দায়			৫২৯৫৬॥৵৫
চাঁদা	৪২৪২৬৸৶১০		
কর্জ্জ	৭১৬১৲		
মালপত্র বাবদ বিবিধ দেনা	৩৩৬৮৸৵১৫		
		মোট	৫২৯৫৬৸৵৫

স্থিত			
জমি	...	...	৪৪৯৯৸৶১০
জমি বন্ধক	...	...	১৬২॥০
ইমারতাদি	...	...	১৯৩৪৩॥৵১০
পশ্বাদি	...		৩১৪।৫
আসবাব পত্র	...	...	১৩৩৪।৴০
দাদন	...	...	২০০৪৪৸৶০
পাঠাগার	১৯৯৪।৫		
চিকিৎসা বিভাগ	৮৭১৯॥৵৫		
খদ্দর বিভাগ	৮৮৯৭৸৶০		
* বয়ন	৭১৲		
শিক্ষা	৯৮৲		
কৃষি	২৬৪৴১০		
	২০০৪৪৸৶০		
আশ্রমের যাবতীয় খরচ		...	৫৫৭৫৴১৫
নগদ তহবিল		...	১৬৮১৸৵৫
		মোট	৫২৯৫৬৸৵৫

* ইহা ব্যতীত ঢাকার তাঁত ও তাঁতের সরঞ্জমাদি বাবত প্রায় ৮০০ শত টাকা মজুত আছে। গত বৎসর উহার হিসাব দেখান হয় নাই।

চাঁদাদাতাগণের নামের তালিকা।

জনৈক হৃদয়বান ব্যক্তি ২০০০৲
শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র ঘোষ জলপাইগুড়ী ২০০০৲
জনৈক ত্রিপুরাবাসী বন্ধু ৫০০৲
জে. জি, ৪৭০৲
শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ দত্ত কুমিল্লা ৪৫১॥০
বানরী দাতব্য চিকিৎসালয় হইতে যন্ত্রাদি বাবদ ৪০০।০
মাং সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কুমিল্লা ৩৫০৲
ডাক্তারি বিভাগ হইতে ৩৩১৲
শ্রীযুক্তা কুসুমমালা দত্ত কুমিল্লা ৩২৫৲
শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মার্চ্চেণ্ট চট্টগ্রাম চূণ ১ গাড়ী বাবৎ ২৫৪৲
এ, সি, সেন আলীপুর ২৫০৲
মাং অনঙ্গমোহন ঘোষ কুমিল্লা ২৫০৲
শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ রায় লাকসাম ২০০৲
এস, পি, কুমিল্লা ২০০৲
জনৈক ডাক্তার বন্ধু কলিকাতা ২০০৲
অযোধ্যাপ্রসাদ মিত্র এণ্ড সনস্, কলিকাতা ঔষধ বাবৎ ১৭৫৲
পাঠাগারে পুস্তক বাবৎ কতিপয় ব্যক্তি ১৭১৲
শ্রীযুক্তা সুভাষিণী ঘোষ C/o শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ জলপাইগুড়ী ১৫০৲
শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র কর্ম্মকার, চাঁদপুর তাঁত বাবৎ ১৩০৲
মাং সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় চাঁদপুর হইতে ১২৫৲
শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন রায় কুমিল্লা ১০৫৲
বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং কলিকাতা ডাক্তারি যন্ত্রাদি বাবৎ ১০৪৲
শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কুমিল্লা ১০০৲
শ্রীযুক্ত রাজকুমার গুহ কুমিল্লা ১০০৲
রায় উপেন্দ্রলাল রায় বাহাদুর চট্টগ্রাম ১০০৲
আচার্য্য রায় কর্ত্তৃক (মহিলা সমিতির পাস দান বাবৎ) কুমিল্লা ১০০৲
খদ্দর বিভাগের শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরীকে শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় কর্ত্তৃক উত্তম হিসাব রাখার পুরস্কার বাবৎ কুমিল্লা ১০০৲
আর সি এম ১০০৲
ত্রিপুরা টিম্বার কোং কুমিল্লা ১০০৲
শ্রীযুক্ত মদনমোহন ঘোষ কুমিল্লা ১০০৲
কে, বি ,, ১০০৲
ডাঃ হেম সেন ভবানীপুর ৯৫৲
জনৈক বন্ধু কুমিল্লা ৯০৲
পি, আর ৮২৲
শ্রীআক্রমালি হাজী কুমিল্লা ৭৭৲
শ্রীযুক্তা লীলা ঘোষ C/o শ্রীঅনঙ্গমোহন ঘোষ কুমিল্লা ৭৫৲
শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রমোহন মিত্র কুমিল্লা ৭০৲

শ্রীযুক্ত অবনীমোহন ঘোষ কুমিল্লা ৫৫৲
শ্রীযুক্ত ভবেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় চাঁদপুর ৫৪৲
,, যোগেশচন্দ্র সাহা ৫৩।৵০
শ্রীযুক্তা নবনীতকোমলা সিংহ কুমিল্লা ৫০৲
এম, বি ৫০৲
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি ভবানীপুর ৫০৲
জনৈক বন্ধু, ডাক্তারি যন্ত্রাদি ৫০৲
শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ চন্দ ময়মনসিংহ ৫০৲
লালমিঞা, দাউদকান্দি, ত্রিপুরা ৫০৲
জনৈক বন্ধু ৫০৲
শ্রীযুক্ত সেবারাম সোয়ার কলিকাতা ৫০৲
সার, কে, সি বসু কলিকাতা ৫০৲
শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ কর্ম্মকার চাঁদপুর ডাক্তারি যন্ত্রাদি বাবৎ ৪০৲
শ্রীযুক্তা লোপামুদ্রা চন্দ ঢাকা C/o শ্রীঅপূর্ব্ব চন্দ ৫৫৲
শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ ঘোষ কলিকাতা ডাক্তার যন্ত্রাদি বাবৎ ৩২৲
শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর বসু, সাহেবগঞ্জ ২৯৲
,, শচীন্দ্রপ্রসাদ রায়, কুমিল্লা ৩০৲
জনৈক বন্ধু ২৬৸৵১০
মাং অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী ,, ২৫।৵০
শ্রীযুক্তা সুরুচিবালা ঘোষ C/o অনঙ্গমোহন ঘোষ ২৫৲
জনৈক বন্ধু ২৫৲
দুর্গেশ গুপ্তের জামাতা কুমিল্লা ২৫৲
জনৈক ডাক্তার বন্ধু, কলিকাতা ২৫৲
শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার মুখোপাধ্যায়, কুমিল্লা ২৫৲
মাং অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী কুমিল্লা ২০৲
শ্রীযুক্ত কুশীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, ভবানীপুর ২০৲
জনৈক বন্ধু ২০৲
মাং শিশির বাবু ২০৲
ডাঃ ঘোষ ২০৲
মিঃ আই, বি, সেন কলিকাতা ২০৲
পাঠাগার সভ্যগণ হইতে কুমিল্লা, অভয়আশ্রম ১৯৵০
মাং অন্নদাপ্রাদ চৌধুরী ১৫৲
ডাঃ অমূল্যচন্দ্র উকিল কলিকাতা ১৬৲
শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার চক্রবর্ত্তী, বরকামতা ত্রিপুরা ১৫৲
মাং সুধীরচন্দ্র কর কুমিল্লা ১৫৲
,, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, চাঁদপুর হইতে ১৫৲
জনৈক বন্ধু কুমিল্লা ১০৲
শ্রীযুক্ত কালীকুমার ভৌমিক চাঁদপুর ১০৲
মাং গোবিন্দচন্দ্র চন্দের জামতা কুমিল্লা ১০৲
৺কুঞ্জবিহারী নাগের শ্রাদ্ধোপলক্ষে কুমিল্লা ১০৲

জনৈক বন্ধু কলিকাতা	১০৲
জনৈক বন্ধু ,,	১০৲
জনৈক বন্ধু ,,	১০৲
জনৈক ডাক্তার ,,	১০৲
আই, এম বসু ,,	৮৲
মাং সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা ডাক্তারি যন্ত্রাদি বাবৎ	৭৲
জনৈক বন্ধু কলিকাতা	৫৲
জনৈক বন্ধু ,,	৫৲
জনৈক বন্ধু ,,	৫৲
পি, সি, বি	৫৲
শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমোহন মজুমদার ত্রিপুরা	৫৲
শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র মুখার্জ্জি, চাঁদপুর	৫৲
জনৈক মহিলা, কুমিল্লা	৫৲
শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী বিশ্বাস কলিকাতা	৫৲
কে, সি, বসু	৫৲
জনৈক বন্ধু	৫৲
জনৈক বন্ধু	৫৲

জনৈক বন্ধু	৩॥০
জনৈক বন্ধু	৩৲
ঐ	২৲
ঐ	২৲
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় চাঁদপুর	২৲
জনৈক বন্ধু	২৲
,,	১৲
,,	১৲
শ্রীনসরৎ আলী ঢুলিপাড়া	১৲
আশ্রম বিবিধ বিভাগ হইতে	৪৯৲১০
মাং নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সংগৃহীত	৯৩॥৶১০
আশ্রম ঔষধালয়ে ঔষধপত্রাদি বাবৎ খুচরা সংগ্রহ	৪৫৩২/০
আশ্রমের ডাক্তার সেবকগণ কর্ত্তৃক খুচরা সংগৃহীত	৪২০৭॥৶১০
মোট	২০৭৫২।৵০

Printed at the Sinha Press
by Lalit Chandra Choudhury
and
Published by Dr. Suresh Chandra Banerjee.